মুখবন্ধ

উপভাষা সম্পর্কে আমার প্রথম আগ্রহ জাগে সাম্মানিক স্তরে পড়ার সময়। সেসময় আমার শিক্ষক রায়গঞ্জ বিশ্ব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা' গ্রন্থখানি আমাকে উপভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলে। ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি এই ব্যক্তিগত অনুরাগ স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠকালে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্টের সাহচর্যে এসে। তারপর সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে গবেষণার জন্য উপভাষা অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করি।

অভিবাসিত জনগণের একটি অংশের কথ্যভাষা নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবু চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত জনগণের সামগ্রিক পরিচয় এবং তাঁদের কথ্যভাষার পূর্ণাঙ্গ ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এই কথ্য উপভাষার স্তর-পরম্পরা ধরে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দভাণ্ডার, শব্দার্থতত্ত্ব, মৌখিক সাহিত্য, সাম্প্রতিক প্রবণতা ও গতিপ্রকৃতি আলোচনা ও বিশ্লেষণের দুঃসাহস দেখিয়েছি। প্রতিকূল পরিবেশ ও শিক্ষকতা করেও ফিল্ড ওয়ার্ক করেছি, বইপত্র সংগ্রহ করেছি। এসময়ে অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা', অধ্যাপক পি. এম. সফিকুল ইসলামের 'রাজশাহীর উপভাষা' এবং অধ্যাপক মীর রেজাউল করিমের 'শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ তিনটি আমার খুবই উপকারে এসেছে।

এই গবেষণার কাজে অনেকের উৎসাহ, সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়েছি। বিশেষ করে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক নিখিলেশ রায়, অধ্যাপক ও বন্ধু দীপককুমার রায় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সহকর্মীগণও নানা বিষয়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ভাষার নমুনা সংগ্রহ কালে এবং পরবর্তী সময়ে এই অভিবাসিত জনসম্প্রদায়ের কিছু সুধী ব্যক্তি উপভাষাটির সঠিক উচ্চারণ নির্ণয়ে যেভাবে সহায়তা করেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে এই উপভাষা ব্যবহারকারী অগণিত অভিবাসিত জনগণ, যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ব্যতীত এই গবেষণা সম্ভব হত না, তাঁদের সবার নিকটও আমি ঋণী।

জীবন কুমার ঘোষ

(জীবন কুমার ঘোষ) ৯/৯/১৯